ক্ষুধা
HNC
PRODUCTIONS

এইচ. এন. সি. প্রোডাকসন্সের নিবেদন

ক্ষুধা

প্রযোজনা
হরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
কাহিনী ও চিত্রনাট্য • বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সংগীত পরিচালনা • নচিকেতা ঘোষ
আলোক চিত্র পরিচালনা • বিশু চক্রবর্তী
পরিচালনা • পঙ্কমিত্র
শব্দগ্রহণ • দেবেশ ঘোষ
সম্পাদনা • বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা • কার্তিক বসু

সংগঠনে

চিত্রগ্রহণে • কে. এ. রেজা
সংগীত গ্রহণে ও শব্দপুনর্যোজনায় • সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা • সুখেন চক্রবর্তী
পট শিল্পে • রামচন্দ্র সিন্দে
রূপসজ্জা • মনোতোষ রায় • পঞ্চু দাস
গীতিকার • গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
আবহ সংগীত • সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
প্রচার পরিচালনা • পরিতোষ দে
স্থির চিত্র • এডনা লরেঞ্জ
প্রচার সজ্জা পরিচালনা • কলাবিদ্
প্রধান সহকারী পরিচালনা • বুল্টু পালিত

সহযোগিতায়

পরিচালনা • রাসবিহারী সিংহ
আলোক চিত্র • নির্মল মল্লিক
সৌমেন্দু রায়
কৃষ্ণধন চক্রবর্তী
শব্দধারণ • রবীন সেনগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা • অসিত বসু
বিজয় দাস

সংগীত • জয়ন্ত শেঠ
আলোক সম্পাত • প্রভাস ভট্টাচার্য্য
ভবরঞ্জন
কেষ্ট দাস
অনিল পাল
শিল্প নির্দেশনা • সোমনাথ চক্রবর্তী
সুবোধ দাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পাবলিক রিলেশন্স অফিস ইষ্টার্ন রেলওয়েজ
হসপিটাল এ্যাপ্লায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ

টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিওতে
আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী তে
পরিস্ফুটিত

কন্ঠ সংগীতে

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
নির্মলা মিশ্র

পরিবেশনায়

চিত্র পরিবেশক প্রাঃ লিঃ

চরিত্রচিত্রণে

নরেশ মিত্র • কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
বসন্ত চৌধুরী • তরুন কুমার চট্টোপাধ্যায়
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য • মাষ্টার দীপক
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • কমলা মুখোপাধ্যায়
সুনন্দা দেবী • দীপক মুখোপাধ্যায়
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় • তুলসী চক্রবর্তী
সন্তোষ সিংহ • হরেন মুখোপাধ্যায়

গল্পাংশ

ক্ষুধা

সদা-গজা-রমা তিন বন্ধু, বেকার, বৃদ্ধ জগৎ চৌধুরীর বাইরের ঘরে থাকে। কথা ছিল তিন বন্ধু পাঁচ টাকা ক'রে মাসে পনেরো টাকা দেবে—এক মাস দিয়ে আর পারেনি। জগতের এক মাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ। পুত্রবধূ, তরুণী নাতনী মানবী আর কিশোর নাতি বাবুয়াকে নিয়ে তার দুঃখের সংসার। সরকারী চাকুরীতে পেনসন পান। তাই দিয়ে চলে গ্রাসাচ্ছাদন।

জগতের পুত্রবধূ প্রভার স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টি মাঝে মাঝেই এসে পড়ে এই তিনটি ভাগ্যবিড়ম্বিত মানব সন্তানের প্রতি। কোনো কোনো দিন মেয়ের হাত দিয়ে এটা-ওটা-সেটা এদের পাঠিয়ে দেন খেতে। সেই ক্বচিৎ কৃপাকণা ছাড়া প্রায়ই এদের ভাগ্যে জোটে অনশন। সারাদিন টোটো ক'রে ঘোরে, রাস্তার কল থেকে জল খায় আর পাছে জগৎ জেগে থেকে ভাড়ার তাগাদা করেন সেই ভয়ে বেশী রাত্রে ঘরে ফিরে খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। তাতেও নিস্তার নেই। এক একদিন জগৎ এদের ঘরে ঢুকে ভাড়ার তাগাদা ক'রে বকা ঝকা ক'রে যান।

তিন বন্ধু—তিন কাল। গজা ভূত, সদা বর্ত্তমান আর রমা ভবিষ্যৎ। তবু এদের প্রচণ্ড মিল। সে মিল বন্ধুত্বের, অনাহারের, অর্দ্ধাহারের, অনশনের। অফিসে যায়, নো-ভেকেন্সি। তবু ঘোরে ওরা। এমনি একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক ম্যারাপওয়ালা বাড়ীতে

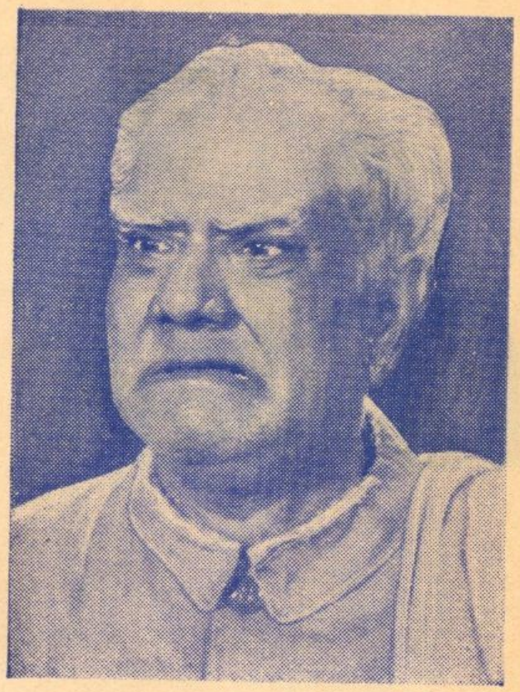

সদার পীড়াপীড়িতে খেতে ঢুকে পড়লো তিন বন্ধু। খাওয়া প্রায় হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ একটা বেফাঁস কথার সূত্র ধরে প্রকাশ হয়ে পড়লো ওদের আসল পরিচয়। প্রচুর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও প্রহারের পর বাড়ী ফিরলো ওরা। রমা ছিল এদের থেকে স্বতন্ত্র। সে একটা চিঠি লিখে রেখে সেই রাত্রেই গৃহ ত্যাগ করলো। বেরোবার মুখে মানবীর সঙ্গে দেখা। ভালবাসে দুজনে দুজনকে। বলে গেল আমার জন্য অপেক্ষা কোরো মানু।

রমার ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। তাই দু তিন দিন পথে পথে ঘোরবার পরই মানবীর এক বড়-লোক সহপাঠিনী তাকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গেল, এবং নিজের বাপকে বলে রমার ভাল একটা চাকুরীর ব্যবস্থা ক'রে দিলো।

কিন্তু এদিকে? বৃদ্ধ জগৎ পেনসন আনতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন এবং মারা গেলেন। অনাহার থেকে এই পরিবারকে বাঁচাবার জন্য সদা গজা শিয়ালদহ

ষ্টেশনে কুলিগিরি সুরু করলো..। বাবুয়ার স্কুলের মাইনে ও মুদীর দেনা শোধ করার জন্য মানবী দ্বিতীয় বার রক্ত বিক্রী করতে গিয়ে ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লো। মানবীর লেখা রমার একটা চিঠির সূত্র ধরে—(যে চিঠি মানবী রাগ করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল) সদা খোঁজ করতে লাগলো তাদের হারানো বন্ধু রমার।

কিন্তু পাবে কি সদা রমাকে? যদি পায়, তবে রমা কি রাজী হবে এই দিক-চিহ্ন-হীন দুর্ভাগ্যের সমুদ্রে ভাসমান এই পাল ছেঁড়া সংসার তরণীর হাল ধরে তাকে কূলে ফিরিয়ে আনতে? রমার মানবীর কাছে ফিরে আসার প্রতিবন্ধক হবেনা ধনী শ্যামলালের একমাত্র কন্যা অনসূয়া? রমাকে দেখে তার মনেও তো প্রেমের সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছে! তাহ'লে—?

ছবিতে মন দিলেই এর সুষ্ঠু সমাধান দেখতে পাবেন।

গান

(১)

ওরা ঘুমায় আবার জাগে,
ওরা স্বপ্ন যে দেখে কত।
ওরা কে—
ওরা আকাশ; বাতাস,
চাঁদ; তারা, ফুল
সুখী কে ওদের মত।
ওরা ঘুমায় আবার জাগে
ওরা কানে কানে বলে,
কেন জেগে আছ তুমিও ঘুমাও
আমি ঘুমাতে পারি না তাও;
শুধু ডাকি আর ভাবি, ভাবি অবিরত।
সুখী কে ওদের মত।
ওরা ঘুমায় আবার জাগে
আমার পাথর চোখে পলক পড়ে না
আমার ক্লান্তি যত;
ঘুমের নিবিড় কালো ছায়ায় ভরে না
আমি বলি ওগো ঘুম
তোমার সোনার কাঠি এ চোখে ছোঁয়াও
ঘুম বলে সে সোনার দাম আগে দাও
তাই ভাবি আর ভাবি, ভাবি অবিরত।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(২)

শিয়ালদহের বাড়ীটা দেখেছ
বাহির দেখেছ ভাই!
অন্তরে তার আকুল কাঁদন
বাহিরেতে রোশনাই।

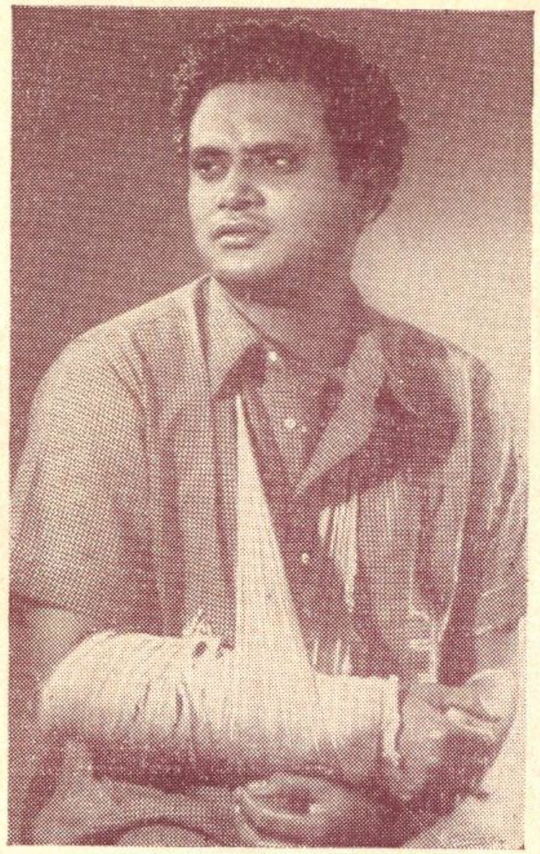

ওই যে দুজন মাল তুলে দিয়ে
বওয়ার মজুরী পেলে,
খোঁজ নিয়ে দেখ নিশ্চয়ই ওরা
ভদ্রলোকের ছেলে।
ওরাও চেয়েছে ধন-জন-মান,
সংসার ভরা শুধু হাসি-গান
চেয়েছিল ওরা সুখ ও স্বস্তি
পেয়েছে শাস্তি, তাই
ভোরের সোনালী আলোতে দেখেছ
বাহির দেখেছ ভাই।
শিয়ালদহের যাদুকর ভাই
ভোরের আলোতে জাগে,
ইস্পাতমোড়া নাড়ীতে তখন
ঘোর পাগলামী লাগে।
হাঁটায়, ছোটায়, হাসায়, কাঁদায়
বাকস বিছানা খোলায় বাঁধায়
দিন শেষ হ'লে একা একা শুয়ে
রেলের লাইনটাই—
ফিস্ ফিস্ করে কাঁদে আর বলে
আমিও মুক্তি চাই॥

—বিধায়ক ভট্টাচার্য

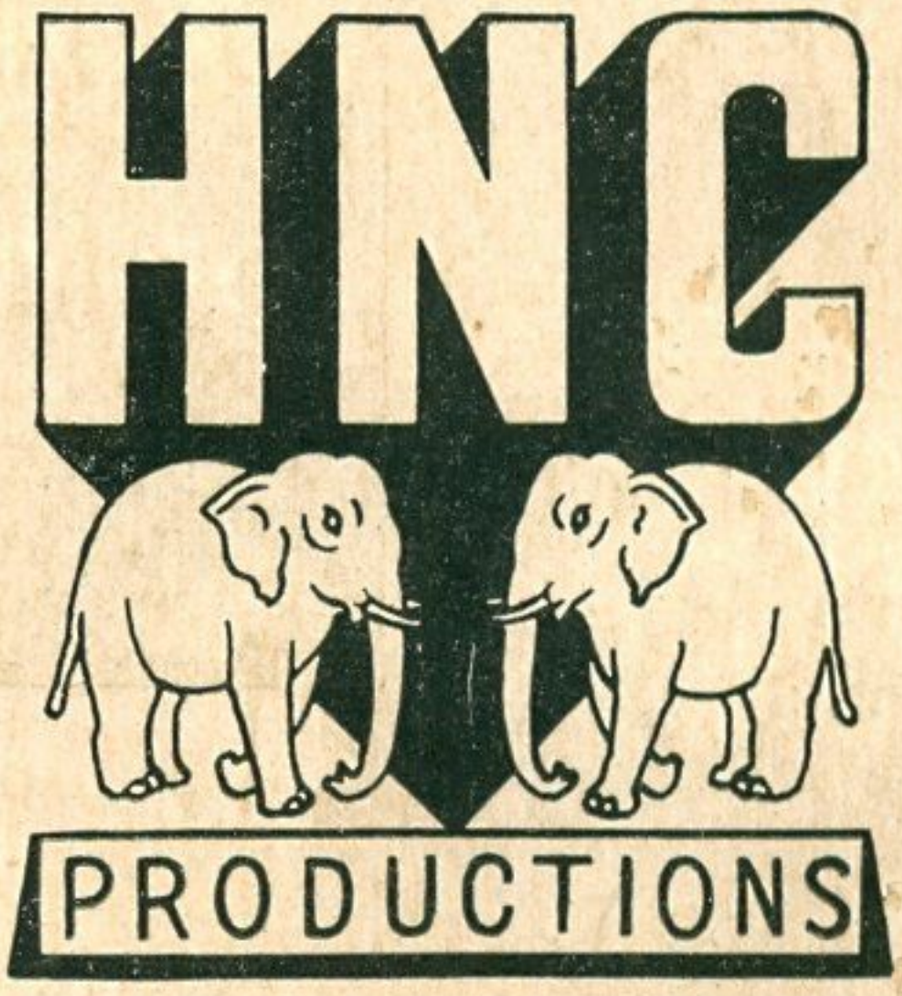

৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা--১৩ হইতে এইচ এন-সি প্রোডাকসন্স-এর পক্ষে পরিতোষ দে কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত ও ৬০-৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩, ইন্‌ল্যাণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাঙ্কিত ॥